

হারানো, এভিটএভিট, ক্রয়-বিক্রয়, নাম সংশোধন সহ বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন যুব বিচিত্রা কার্যালয়ের বিজ্ঞাপন বিভাগে।
Mob : 9678280073

সাপ্তাহিক

যুব বিচিত্রা

সত্যের খোঁজে সবার আগে.....

RNI : ASSBEN/2023/88999

মা আয়ুর্বেদ

Dr. INDROJIT ROY B.I.A.S.M. (KOL) Regd. No. 1868

বিনা অপারেশনে গ্যারান্টি সহ সূচিকিংসা

এখানে অর্শ (Piles), ভগন্দর, নালীষা (Fistula)

একশিরা (Hydrocele) রোগের চিকিৎসা করা হয়

TARAPUR E&D COLONY POINT, SILCHAR-788003

Contact No - 094765-49840 / 099570-09975

VOL - 02, ISSUE - 9

YUBO BICHITRA (Bengali Weekly), Friday 7 February, 2025::: শুক্রবার, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, ২৪ মাঘ, ১৪৩১ বাংলা

RS. 10/-

শ্রীভূমির আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক অভিভাবক মন্ত্রী কৌশিকের

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শ্রীভূমি : অভিভাবক মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর শ্রীভূমিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে সভা করলেন কৌশিক রায়। মঙ্গলবার জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন মন্ত্রী কৌশিক রায়। সভায় তিনি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন।

এ দিকে, শ্রীভূমি শহরে যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলতে জেলা প্রশাসন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। শ্রীভূমি শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শ্রীভূমির অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত মিনার্ভা দেবী আরামবাম জানিয়েছেন জনগণ শ্রীভূমি শহরের রাস্তার পাশে, খোলা স্থানে, উন্মুক্ত নালা নর্দমা ইত্যাদিতে আবর্জনা



ফেলার বিষয়টি জেলা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাই জনগণকে শহরের রাস্তার পাশে খোলা স্থানে এবং নালা নর্দমায় আবর্জনা না ফেলতে জেলা প্রশাসন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি কোনো ব্যক্তি, হোটেল, গৃহস্থ, কসাইখানা, সজি, মাছ ও চাল বিক্রোতা, শোরংম, শপিংমল, হাসপাতাল ইত্যাদির কর্তৃপক্ষকেও শহরের যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নরসিং স্কুলে শিক্ষামন্ত্রী, গুণোৎসবে দেখলেন পোশাকের মান



যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : স্কুলের পড়ুয়াদের সরবরাহ করা পোশাকের গুণগত মান যাতে বজায় থাকে, এর জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সরকার। পোশাকের মান কেমন, তা নিয়মিত যাচাই করে

দেখা হবে। একথা জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেণ্ড। বৃহস্পতিবার গুণোৎসব চলাকালে মন্ত্রী শিলচরে নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পরিদর্শন করেন। এরপর দুয়ের পাতায়—

প্রাপ্য টাকা না পেয়ে থানায় অভিযোগ, ন্যায় বিচারের দাবিতে মহিলাদের হুঁশিয়ারি

যুব বিচিত্রা প্রতিনিধি, হাইলাকান্দি : মহিলাদেরকে কাজ করিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। রবিবার আব্দুল্লাহপুর পুলিশ ষাঁড়িতে ৯ জন মহিলা মিলে এমনই অভিযোগ দায়ের করলেন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। অসহায় মহিলাদেরকে দিয়ে দীর্ঘ কয়েকদিন সুপারির খলায় কাজ করানোর পর তাদের এরপর দুয়ের পাতায়—

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ হাইলাকান্দিতে

যুব বিচিত্রা প্রতিনিধি, হাইলাকান্দি : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় এক বিশেষ মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করল দক্ষিণ অসম সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা। শনিবার হাইলাকান্দির নতুনপাড়াস্থিত বানেশ্বর শিবমন্দিরে আয়োজন করা হয় এই যজ্ঞানুষ্ঠান। এদিন পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণে ভগবান শিবের আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের প্রার্থনা জানানো হয়। এ

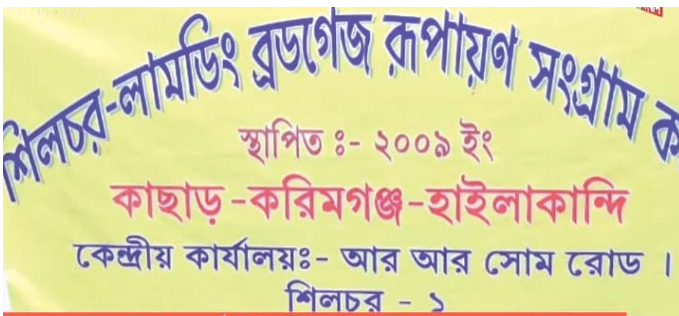


বিষয়ে সংস্থার কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজর্ষি দত্ত জানান, মুখ্যমন্ত্রী দিন-রাত পরিশ্রম করে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা

উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী, প্রদেশ এসসি মোর্চার সভানেত্রী মুন স্বর্ণকার, গু নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার মুন্না দেব, ৭নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কমিশনার অরুণ দাস, বিজেপি নেতা সন্দীপন পাল, সঞ্জয় রায়, প্রদীপ চক্রবর্তী, দাসুস-র কেন্দ্রীয় কোর কমিটির সদস্য অলোক শর্মা, অজয় দাস, সঞ্জয় সরকার, পঙ্কজ ভৌমিক, দেবরত সেন সহ অগ্নিকন্যা সামাজিক সংস্থার সদস্যরাও।

চন্দ্রনাথপুর-লক্ষা দ্বিতীয় রেল লাইনের দাবিতে সমাবেশ ১৫ই

যুব বিচিত্রা প্রতিনিধি, শিলচর : চন্দ্রনাথপুর-লক্ষা দ্বিতীয় রেল লাইন তৈরির দাবিতে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি শিলচরের গান্ধী ভবনে বরাক উপত্যকা ভিত্তিক যে গণ সমাবেশের আয়োজন শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়েছে এর সমর্থনে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। বরাক উপত্যকার সংগ্রামী ব্যক্তি ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক



অধ্যাপক ড. অজয় রায় বলেন, যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ে। কখনও কখনও রেল পথে যাত্রীরেল ঘন্টার লাইন কার্যত রেল যোগাযোগের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সেই সময় প্রায় যাত্রীরেল ও মালগাড়ির

নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বারবার এই সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের দাবি জানানো হয়েছে। অথচ রেল বিভাগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। ফলে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারণ হলেও যাত্রীদের বছরের বেশ কয়েক মাস চরম দুর্ভোগ পোয়াতে হয়। এই সমস্যার সমাধানে চন্দ্রনাথপুর-লক্ষা

দ্বিতীয় রেল লাইন সম্প্রসারণের দাবি শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত এক গণ সমাবেশ থেকে করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ বিষয়ে স্মারকপত্র প্রদান সহ বিভিন্ন ভাবে রেলওয়ে বিভাগের নিকট দাবি জানানো হয়। ২০২২ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চন্দ্রনাথপুর-লক্ষা দ্বিতীয় রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক এরপর দুয়ের পাতায়—

জাঁকজমক দিয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপন কাটলিছড়ায়, গোবিন্দচাঁদ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে

যুব বিচিত্রা প্রতিনিধি, হাইলাকান্দি : জাঁকজমক দিয়ে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয় কাটলিছড়া উন্নয়ন খণ্ডের গোবিন্দ চাঁদ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে (জিসিএমভি স্কুল)। রবিবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষক-শিক্ষিকারা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক সহ আমন্ত্রিত অতিথি প্রদীপ পাল ও রাইহান তাপাদারের উপস্থিতিতে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়। এ পূজা অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শতাধিক স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা, অভিভাবক সহ স্থানীয়বাসিন্দা পূজায় যোগদান করেন। স্কুলের অধ্যক্ষ প্রণব দেব মহাশয় সম্পূর্ণ সরস্বতী পূজার কার্যসূচী খুবই সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন। পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রসাদ বিতরণ হয়। প্রসাদে সাথে আয়োজন করা হয় থিচুড়ি, ফল, পুরিসজি এরপর দুয়ের পাতায়—

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে মদের আসর !

যুববিচিত্রা প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া : ব্যর্থ থানা কর্তার ব্যর্থ পরিচালনায় ত্রিপুরার খোয়াই জেলার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ যখন নির্লজ্জ বেহায়ার মতো নিজ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারায়, তখন সমাজ ব্যবস্থা যে কতটা তলানিতে গিয়ে থাকতে পারে তারই এক জলজ্যন্ত প্রমাণ মিললো আবারও তেলিয়ামুড়ায়।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের ব্যর্থতার দৌলতে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল। আসলুটা তো পুলিশের দিকে উঠবে, কারণ পুলিশের নৈতিক দায়িত্ব নিজ এলাকাকে নেশা মুক্ত রাখা। কিন্তু বর্তমানে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানা এলাকাকে কতটা নেশা মুক্ত রাখতে পারছে সেটা বুঝা যাচ্ছে যখন তেলিয়ামুড়া মহকুমা এরপর দুয়ের পাতায়—

একের পাতার পর —

চন্দ্রনাথপুর-লক্ষা দ্বিতীয় রেল লাইনের

জরিপের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এর অগ্রগতি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই বরাক উপত্যকা সহ ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুরের রেল যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই রেল লাইন সম্প্রসারণ খুবই জরুরি। সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে তাই বরাক উপত্যকার সব কয়টি সংগঠনের নিকট উক্ত গণ সমাবেশে যোগদান সহ সমর্থন চাওয়া হয়েছে।

জাঁকজমক দিয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপন কাটলিছড়ায়

পায়েস ইত্যাদি। সম্পূর্ণ পূজা অনুষ্ঠানে স্কুল অধ্যক্ষের সাথে বাকি সহকর্মীরাও পুরোপুরিভাবে সহযোগিতা করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ছাত্রীরা শাড়ি পরে এসে অনুষ্ঠানটি আরও সুন্দর করে তুলেন। অভিভাবক সহ স্থানীয় জনগণ স্কুলের পূজা সহ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের কার্যসূচী দেখে সাধুবাদ জানান স্কুলের অধ্যক্ষ মহোদয় সহ সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কে।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে মদের আসর !

হাসপাতালের ভেতরেই প্রতিনিয়ত নেশার আসর বসাচ্ছে নেশা খুররা। রোজকার এই দৃশ্য থেকে বিরক্ত হয়ে পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের বিল্ডিং-এ চলা বাংলা মদের আসরে অভিযান চালানো শুরু করেন। যে কাজ করার কথা পুলিশের সে কাজ করছে এখন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা। তবে স্বভাবতই জনমনে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার স্বপ্নটা কি তবে স্বপ্নই থেকে যাবে।

প্রাপ্য টাকা না পেয়ে থানায় অভিযোগ, ন্যায়

৯ জনের প্রাপ্য ৭৯০০০ টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন তিন যুবক। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় বিচার না পাওয়ার পর অবশেষে আইনের দারস্ত হতে বাধ্য হলেন মহিলারা। রুশন আহমেদ, নজমাল আহমেদ, ছবির আহমেদ এই তিন যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহিলারা জানান যদি তারা আইনের কাছে তাদের ন্যায় বিচার না পান তাহলে তারা তাদের গ্রামের শতাধিক মহিলা কে নিয়ে থানা ঘেরাও করে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

নরসিং স্কুলে শিক্ষামন্ত্রী, গুণোৎসবে দেখলেন

পরিদর্শনকালে তিনি প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়ার পাশাপাশি স্কুলের পরিকাঠামোগত দিক খতিয়ে দেখেন।

তিনি জানান, স্কুলে নতুন ভবন তৈরির জন্য ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এবার পূর্ত বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভবন নির্মাণের। কথার সূত্রে তিনি জানান, পড়ুয়াদের পোশাক সরবরাহের জন্য সরকারের তরফ থেকে অর্থ দেওয়া হচ্ছে। তাই পড়ুয়াদের যাতে যথাযথ মানের পোশাক সরবরাহ করা হয় সেদিকে নজর রাখছে সরকার। আর নিয়মিত ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা হবে। মন্ত্রী এদিন নিজেও কয়েকজন পড়ুয়াকে ডেকে তাদের পোশাকের মান কেমন তা পরীক্ষা করে দেখেন। পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে ডিম খাওয়ানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে যে অর্থ দেওয়া হয় তা দিয়ে সপ্তাহে একদিন ডিম খাওয়ানো বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকদের এই অভিযোগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে মন্ত্রী বলেন, বরাদ্দ অর্থে খুচরো বাজার থেকে ডিম ক্রয় করলে আর্থিক টানাটানি হতেই পারে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে তো একটা ডিম ক্রয় করতে হয় না। তাদের ক্রয় করতে হয় অনেকগুলো ডিম। পাইকারি বাজার থেকে ক্রয় করলে দর কিছুটা কম পড়বে। তখন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

হাইলাকান্ডিতে টিপার-বাইকের

মুখোমুখি, প্রাণ হারালেন বাবা ও ছেলে

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, হাইলাকান্ডি : টিপারের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন বাবা ও ছেলে। মর্মান্তিক ঘটনাটি সংঘটিত হয় বৃহস্পতিবার হাইলাকান্ডির ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। জাতীয় সড়কের বাউয়ারঘাট এলাকায় এক দ্রুতগতির টিপার ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বাইকে ছিলেন সালে আহমদ বড়ভূইয়া ও তাঁর ৮ বছর বয়সী ছেলে। ঘটনাস্থলে দুজনেরই মৃত্যু ঘটে। ছেলেকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন সালে আহমদ। শিশুটি স্প্রিং ভ্যালি স্কুলের ছাত্র। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেপরোয়া গতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা রাস্তায় নিরাপত্তার অভাবকে সামনে এনেছে। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। তাঁরা দোষীদের কঠোর শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন।

আগামী ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ৪৭তম বর্ষপূর্তি সমারোহ উদযাপন ঘিরে প্রস্তুতি শিলচর সংসঙ্গ বিহারে

যুব বিচিত্রা প্রতিিনিধি, শিলচর : শিলচর সংসঙ্গ বিহারে ৪৭তম শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তৎসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৭তম জন্ম মহোৎসব উদযাপন ঘিরে প্রস্তুতি চূড়ান্ত। বুধবার সন্ধ্যায় শিলচর সংসঙ্গ আশ্রম প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে উৎসব কমিটির সম্পাদক অনুপ কুমার বিশ্বাস জানান যে, মহোৎসবের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এই দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক আলোচনা, কীর্তন, সমবেত প্রার্থনা ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল ১০.৩০টায় দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। একই দিনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মাতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ১৩৭তম শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের জন্ম মহোৎসব ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে উদযাপন,



তারপর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে শহরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে মন্দিরে প্রবেশ করবে। সকাল ১১টা থেকে প্রসাদ বিতরণ

(আনন্দ বাজার) শুরু হবে। দুপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউল গান পরিবেশন, পরে ধর্মসভা বিকেলে সমবেত প্রার্থনা সন্ধ্যায় আলোকসজ্জা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়াও, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে আমন্ত্রিত শিল্পী সুজিত দাস, জয়শ্রী বাউল ও দীপ চ্যাটার্জি পারফর্ম করবেন। সংবাদ সম্মেলনে মানবেন্দ্র সরকার, আশীষ ভট্টাচার্য, আশীষ আচার্য, আশীষ দাস, সহ অন্যান্য ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন। উৎসব কমিটি সকল ভক্তকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আশীর্বাদ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে এবং সফল ও আধ্যাত্মিকভাবে সার্থক করে তুলতে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে। উক্ত উৎসব কমিটির উপস্থিতি সকল সদস্যরা এই অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ ভক্তবৃন্দরা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে উপস্থিতি থেকে উৎসবকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে শিলচর ক্যান্সার সেন্টারের বিভিন্ন কর্মসূচি

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : শিলচর ক্যান্সার সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করল বিশ্ব ক্যান্সার দিবস। মঙ্গলবার সচেতনতা র্যালি ও সভার আয়োজন করা হয়। এ দিন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করতে সচেতনতা, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে শিলচর ক্যান্সার সেন্টার। এদিন বর্ণাঢ্য ক্যান্সার সচেতনতা র্যালি-র উদ্বোধন করেন প্রবীণ রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট ডাঃ ফুলকুমারী তালুকদার। স্বেচ্ছাসেবী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ক্যান্সার প্রতিরোধ ও প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করেন। শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে এক বিশেষ সচেতনতা সভার উদ্বোধন করেন



মেডিক্যালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম পরিচালক ডাঃ শিবানন্দ রায়।

সভায় জেলা আয়ুক্ত, মৃদুল যাদব বলেন, ‘ক্যান্সার একটি ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য সমস্যা এবং সচেতনতার

মাধ্যমেই আমরা এটিকে মোকাবিলা করতে পারি। জেলা প্রশাসন ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রাথমিক নির্ণয় এবং সর্বস্তরের মানুষের জন্য মানসম্মত চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে সিলচর ক্যান্সার সেন্টারের পাশে সর্বদা থাকবে।’

এ দিন, ইন্ডিয়ান অয়েল

কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সহযোগিতায় ট্রাক চালকদের জন্য এক বিশেষ ক্যান্সার স্ক্রিনিং ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৫০ জন ব্যক্তির স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ৭ জনের প্রাক ক্যান্সার অবস্থায় ধরা পড়ে এবং তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন ইনটাস ফাউন্ডেশনের

শুশীল কুমার সিনহা, বদরপুর : বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে শিলচরের ‘ইনটাস ফাউন্ডেশন’ এর উদ্যোগে ক্যান্সার রোগীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন শিলচর মেহেরপুর একটি অস্থায়ী কার্যালয়ে। এই আয়োজনে সচেতনতা সভা সহ ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়, আলোচনা করা হয় কিভাবে নিজেকে এই রোগ থেকে নির্মূল বা অন্য কাউকে সংক্রামিত না করে সমাজকে ক্যান্সার রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।



‘ইনটাস ফাউন্ডেশন’ এর আয়োজন আজ সফলতা লাভ করে, আয়োজনে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। এই আয়োজনে বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা সচেতনতা মূলক বক্তা হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ফুল কুমারী তালুকদার, ডাঃ সুভদ্রা গোয়ালা, ডাঃ ঋত্বিকা রাজেন্দ্র সহ অন্যান্য দের মধ্যে অভিজিৎ ভট্টাচার্য, সাহিদুল ইসলাম, এবং ‘ইনটাস ফাউন্ডেশন’-

এর কাউন্সিলর তাপ্রতী দেব রায়, মৌমিতা দাস সহ অনেক। এছাড়াও প্রায় শতাধিক ক্যান্সার রোগী এবং তাদের অভিভাবক সহ স্থানীয় রা সামিল ছিলেন এই ব্যতিক্রমী আয়োজনে। আয়োজনে সচেতনতা সভায় বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে প্রত্যেক রোগীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের সুস্বাস্থ্য এবং রোগ নির্মূল এবং সংক্রামিত না করার উপায় তুলে ধরেন। সবমিলিয়ে ‘ইনটাস ফাউন্ডেশন’ এর এই উদ্যোগ সমাজে এক উন্নত এবং ক্যান্সার নির্মূলের বার্তা দেয়।

জ্বর, পেট খারাপ হলেই শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছেন না তো কী বিপদ হতে পারে!



জ্বর-সর্দি হলেই দোকান থেকে কিনে ফেলা চেনা অ্যামোক্সিসিলিন, পেটের অসুখ হলেই জনপ্রিয় মেট্রোনিডাজোল গোত্রের ওষুধ যথেষ্টই খাওয়া হয়। শুধু

নিজেই খাচ্ছেন না, বাড়ির শিশুদের চিকিৎসাও অহরহ সেরে ফেলছেন এ ভাবেই। আর তাতে কী বিপদ ঘনাচ্ছে তা টের পাচ্ছেন না বেশির ভাগই।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে, দেশে নবজাতক-মৃত্যুর অন্যতম কারণ হল, শরীরে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ ক্ষমতা রেজিস্ট্র্যান্স জন্মে যাওয়া। যার পিছনে নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগই মূল কারণ।

অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিকের কুপ্রভাব যে কতটা, সে সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারও একটি রিপোর্ট রয়েছে। হু

জানিয়েছে, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না-করে অল্প সময়ের ব্যবধানে এত ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। পরিণামে দুর্ভোগ বাড়ছে। নিরাময়যোগ্য অসুখও চেনা ওষুধে সারছে

না। সাধারণত মরসুম বদলের সময়ে জ্বর-সর্দিকাশিতে বেশি ভোগে শিশুরা। বেশির ভাগ জ্বরের কারণই ভাইরাস। সাধারণ ভাবে ভাইরাস শরীরে ১৪ দিনের বেশি কখনওই থাকে না। কিন্তু ভাইরাস ঘটিত অসুখেও মুঠো মুঠো অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে শিশুকে। ব্যাক্টেরিয়াঘটিত অসুখ সারাতাই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ হয়। কাজেই অসুখ কী কারণে হয়েছে তা না জেনে ওষুধ খাইয়ে দেওয়ার এই প্রবণতাই বিপদ ডেকে আনছে।

মেডিসিনের চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার জানাচ্ছেন, যত খুশি যেমন খুশি অ্যান্টিবায়োটিক শরীরে প্রবেশ করিয়ে এর আসল কার্যকারিতাই নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। খোলা বাজারে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই যথেষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের বিক্রি চলছে। এর জেরে ওষুধ কেনার জন্য কোনও রকম

বাধা-নিষেধই নেই। ফলে ইচ্ছামতো ওষুধ কিনে খাওয়ার উপায় রয়েছে। ওষুধ যা-ও বা কেনা হল, পুরো কোর্স শেষ করেন না বেশির ভাগই। অসুখ ভাল হলেই ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফলে শরীরে প্রবেশ করা অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে জীবাণুগুলো কিছু দিন বিমিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু কিছু দিন পরেই ফের মাথাচাড়া দিল।

হয়তো কোনও কোনও ব্যাক্টেরিয়া তার চরিত্র বদলে আরও সংক্রমক হয়ে উঠল, যা কিনা অ্যান্টিবায়োটিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। এর জন্য ভীষণ জরুরি অ্যান্টিবায়োটিক নির্ভরতা কমানো। কোন পর্যায়ে রোগীকে কী অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে, তার সুনির্দিষ্ট নীতিকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোটোকল। তা মেনে চলতেই হবে। আর চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও রকম ওষুধ খাওয়াই চলবে না।

ত্বকের রঙে বদল আসছে?

গালে কালো দাগছোপ, চর্মরোগ নয়, শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গ এর জন্য দায়ী



ত্বকের রঙে বদল এলেই অনেকের মনে হয়, টান পড়ছে। গালে কালো দাগছোপ দেখা দেওয়া মানেই কেবল চর্মরোগ নয়। নেপথ্যে থাকতে পারে অন্য কারণও। দেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ-এর তথ্য অনুযায়ী, ত্বকের রঙে বদল অথবা ব্রণ-ফুস্কুরি বা ত্বকের প্রদাহ জনিত নানা অসুখের কারণ হতে পারে অঙ্গ। শরীরের এই অঙ্গটিই হজমপ্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কাজেই সেখানে গোলমাল

হলে তার ছাপ পড়ে ত্বকেও। এনআইএইচ-এর গবেষকেরা জানাচ্ছেন, অঙ্গের সঙ্গে ত্বকের সরাসরি সম্পর্ক আছে। অঙ্গের ভাল ব্যাক্টেরিয়া যেমন বিপাকক্রিয়াকে উন্নত করে, তেমনই ত্বকের স্বাস্থ্যও ভাল রাখে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত নেশার প্রকোপ অঙ্গের ভাল ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা কমিয়ে দেয়। ফলে বিপাকক্রিয়ায় এর প্রভাব পড়ে। অঙ্গের প্রদাহ তৈরি হয়, যার রেশ পড়ে ত্বকেও। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল

দায়েট চার্জে রাখুন আলিয়ার প্রিয় 'বিটরুট স্যালাড', দারুণ পুষ্টিগুণ, রইল সহজ রেসিপি



আদ্যোপান্ত নিরামিষাষী আলিয়া ভাট। মাছ-মাংস ছুঁয়েও দেখেন নাক পনির তাঁর প্রচণ্ড পছন্দের। আর ভালবাসেন আলু টিকি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ডাল-ভাত। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ভীষণই সাদামাটা তিনি।

এই সুযোগে বলে রাখি, আলু কিন্তু আলিয়ার বেশ প্রিয়। তবে ফিট থাকতে মেপেবুঁথে খেতে হয়। অভিনেত্রীর পছন্দের তালিকায় আরেকটা পদ রয়েছে, যা কিনা আলিয়া নিজেই বানাতে শিখেছেন-বিটরুট স্যালাড। যখন তখন বেশ আয়েস করে খান এই



পদ। আপনিও বাড়িতে বানাতে চান? তাহলে ঝটপট জেনে নিন রেসিপি। স্যালাডের জন্য- ১টি বিট সেদ্ধ করে গ্রেট করা, ১ কাপ টক দই ফেটানো, এক চিমটি গোলমরিচ, ১ চা চামচ চাট মশলা, ধনেপাতা কুচি অল্প।

সেদ্ধ করে গ্রেট করা বিট একটি পাত্রে নিন। এতে ফেটানো দই দিয়ে ভাল করে মেশান। এবার সেই মিশ্রণে গোলমরিচ, চাট মশলা, ধনেপাতা কুচি দিয়ে চামচ

দিয়ে নেড়ে নিন। এবার একটা প্যানে তেল গরম করে তাতে গোটা সরষে, জিরে ফোড়ন দিন। আঁচ কমিয়ে তাতে প্রথমে হিং, তারপর কারি পাতা দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। এবার প্যানের এই তেল দিয়ে দিন দই আর বিটের মিশ্রণে।

আবার ভাল করে মেশান। ব্যস, তৈরি আলিয়া ভাটের প্রিয় বিটরুট স্যালাড। এর পুষ্টিগুণও দারুণ। চাইলে স্বাদবদলের জন্য ডায়েট চার্জে যোগ করতে পারেন।

ডিজঅর্ডার। এই রোগের বাড়াবাড়ি হলে খাদ্যানালিতে সংক্রমণ, এমনকি কোলনে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। খাবার খাওয়ার পরে তা পৌঁছয় পাকস্থলীতে। সেখানে ছোট ছোট টুকরো হয়ে কিছু পরিমাণ আতীকরণ হয়, বাকিটা পৌঁছয় ক্ষুদ্রান্ত্রে। এই ছোট ছোট টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটা ব্যাহত হলেই পাকস্থলীর পুরো প্রক্রিয়া নষ্ট হতে শুরু করে।

তখনই শুরু হয় পেট ফোলা, বমি-বমি ভাব ইত্যাদি, যা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিন্যাল ডিজঅর্ডার-এর লক্ষণ। শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন, ফাইবার ও খনিজের ঘাটতি হলেও এমন হতে পারে। অতিরিক্ত তেলমশলা দেওয়া খাবার খেলে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি হয়, তখন তা ঠিকমতো হজম না হওয়ার কারণে অঙ্গের প্রদাহ তৈরি করে। রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটায় এবং যে কারণে

ত্বকে দাগছোপ বা পিগমেন্টেশন দেখা দিতে শুরু করে। ফ্যাকাশে এবং নিষ্প্রাণ ত্বকের কারণই হল গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিন্যাল ডিজঅর্ডার। গবেষকেরা আরও দাবি করেছেন, অনেকেই ওজন কমানোর জন্য নানা রকম ওষুধ খান। ওই ওষুধগুলি পাকস্থলীর পেশিগুলিকে দুর্বল করে দেয়, ফলে খাবার আর ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছতে পারে না। তখন জটিলতা বাড়ে। এর বড়

প্রভাব পড়ে ত্বকে। চামড়া কুঁচকে যাওয়া, অকালে বলিরেখা পড়া, ত্বকের নানা অসুখও দেখা দিতে পারে। তাই অঙ্গকে ভাল রাখলেই সুস্থ থাকবে ত্বক। সে জন্য খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে হবে। বেশি করে সজ্জি ও প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয়, অ্যালকোহলের মাত্রা কমাতে হবে। পর্যাপ্ত জল খেতে হবে ও নিয়মিত ব্যায়ামও আবশ্যিক।

YUBO BICHITRA (BENGALI NEWSPAPER)

যুব বিচিত্রা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা

বর্ষ : ২, সংখ্যা, ৯, ২৪ মাঘ, ১৪৩১ বাংলা

সম্পাদকের কলামে.....

রেশনে চাল-গমের বদলে নগদ ! এটা কি আদৌ সমাধানযোগ্য পথ ?

রেশনে চাল-গমের বদলে উপভোক্তাদের হাতে নগদ দিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। দিন কয়েক আগে রেশন ডিলার সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে নীতি আয়োগ। সেই বৈঠকে বিষয়টি প্রস্তাবাকারে এসেছে। সামনেই কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট। সেখানে বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে জানানো হতে পারে। রেশনে বিনামূল্যে চাল-গম দেওয়া হয় ৮১ কোটি ভারতীয়কে। নরেন্দ্র মোদীর সরকার লোকসভা নির্বাচনের আগে খুব ফলাও করে ঘোষণা করেছিল যে, কোভিডের সময় চালু হওয়া এই প্রকল্প চলবে আরও পাঁচ বছর। কিন্তু ভোটে জিতে এসেই ভোল বদল ঘটেছে সরকারের। মোদি সরকারের ক্ষেত্রে অবশ্য এটা একেবারেই নতুন কিছু নয়। গত ১১ বছরে এই সরকার নানা ইস্যুতে পুরো ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। অন্তত অর্থনীতির ক্ষেত্রে মোদি সরকারের কোনও সুচিন্তিত নীতি বা পরিকল্পনা নেই। কখনও তারা ‘সংস্কারপন্থী’ তো কখনও ‘রক্ষণশীল’। ভোট আনার ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা, সেটা তারা করে থাকে। যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে প্রধানমন্ত্রী একসময় ‘রেউডি’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন, ভোট আনার জন্য এখন সেগুলিকেই আঁকড়ে ধরছেন। শুধু তা-ই নয়, বিজেপি এখন এমন ‘রেউডি’ বিলি করছে যে, বিরোধীরা প্রতিযোগিতায় এঁটেই উঠতে পারছে না। ক্ষমতায় এসে মোদি সরকার ঘোষণা করেছিল কৌশলগত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা থাকবে না। সব বেচে দেওয়া হবে। অথচ এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়া গত ১১ বছরে সেরকম বড় কোনও সরকারি সংস্থাকে বেচতে পারেনি মোদি সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বেচার কাজে ঢিলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্টে এখন বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্যও করা হচ্ছে। রেশনে বিনামূল্যে চাল-গম বিলির নীতি থেকেও উলটোপথে হাঁটার প্রস্তুতি শুরু করেছে মোদি সরকার। আসলে, সম্প্রতি উপভোক্তাদের খরচের যে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, পরিবারগুলির মাসিক খরচে খাদ্যদ্রব্যের পিছনে ব্যয়ের পরিমাণ কমছে। আরও নিশ্চিত করে বলা যায়, চাল-গমের মতো খাদ্যশস্যের পিছনে মানুষের খরচ কমছে। ফলে রেশনে চাল-গমের বদলে উপভোক্তার হাতে নগদ ধরিয়ে দিলে সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোর আশঙ্কা কম। এতে কমবে খাদ্যে সরকারের দেওয়া ভরতুকির খরচও। খরচ কমানোই এখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটের মূল লক্ষ্য। সরকারের সামনে আয় বাড়ানোর পথগুলি খুব সীমিত। অনেক চেষ্টা করেও সরকার কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়াতে ব্যর্থ। সুতরাং খরচ কমাতে হলে কোপ মারতে হবে খাদ্যে ভরতুকিতে। যে টাকায় বিনামূল্যে চাল-গম দেওয়া হয় ৮১ কোটি নাগরিককে। খাদ্যে ভরতুকি কমাতে পারলে নির্মলা তাঁর বাজেটে প্রত্যাশিত কর ছাড়ের কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। দেশে আয়করের রিটার্ন জমা দেয় জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আট কোটির কিছু বেশি মানুষ আয়করের রিটার্ন জমা করেছিল। এদের মধ্যে ৪ কোটি ৯০ লক্ষের মানে ৬০ শতাংশের বেশি লোকের কর ছিল শূন্য। অতএব আয়করে ছাড় দিলে জনসংখ্যার খুব সামান্য অংশই উপকৃত হয়। বরং আয়করে ছাড়ের ঊর্ধসীমা বাড়িয়ে দিলে আরও কিছু মানুষ আয়করের বৃত্তের বাইরে চলে যাবে। করের বৃত্তটা আরও ছোট হয়ে যাবে। সেটা সরকারের কাছে কোনওভাবেই কাম্য নয়। তাই সরাসরি আয়করের ছাড় বাড়ানোর দাবি বাজেটে নাও মিটেতে পারে। পরিবর্তন হতে পারে স্ল্যাব বা অন্য কোনও সুবিধায়। কর ছাড়ের সুবিধা পেট্রোল-ডিজেলের মতো জ্বালানিতে দেওয়ার দাবি রয়েছে।

অনেকেই বলেন, মোদি ও ট্রাম্প পরস্পরের জন্য একদম ঠিকঠাক। দু’জনেই শক্তিশালী পৌরুষের প্রতিচ্ছবি বহন করেন, লোকপ্রিয় আঙ্গিককে রাজনীতিতে মিশিয়ে নিতে চান। প্রদর্শনকামী ভাবমূর্তিতে ভরসা রাখেন। তায় উগ্র-দক্ষিণপন্থী। কিন্তু মোদি এরপরেও দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে লিপ্ত। কিন্তু ট্রাম্প? বিগ বস ও শোস্টিপার। এঁদের বন্ধুত্ব এবার আগের মতো জমবে তো? প্রমত্ত জনসভায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন অব কি বার ট্রাম্প সরকার। কূটনীতির তোয়াক্কা করেননি। পরের বছর, ট্রাম্প ও মোদিকে আবার গলায়-গলায় দেখলাম আমরা আহমেদাবাদের স্ক্রনমস্টে ট্রাম্পক্স সমাবেশে। কিছুটা বোঝার ভুলের জন্য হোক, কিছুটা বাড়তি উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার কারণে হোক, নয়াদিল্লি এরপর শ্রোতের বিপরীতে আবিষ্কার করল নিজেকে, যখন ২০২০ সালের মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেলেন। ওয়াশিংটন ডিসি-তে শুরু হল অব কি বার বাইডেন সরকার। কিন্তু এই বছর, অভাবনীয়ভাবে, পুনরায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিরে এসেছেন মার্কিন মসনদে। ফিরেছেন আগের বারের চেয়ে বেশি ভোট-ব্যবধানে। এখন প্রশ্ন হল, ট্রাম্প ও মোদি এই দুই রাষ্ট্রনেতার সম্পর্কে কি পুরনো উত্তরা নতুন করে বলসে উঠবে? সাম্প্রতিকের একটি টেলি-সাক্ষাৎকারে মোদি ডিয়ার ফ্রেন্ড বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্পকে। বস্তুত, এমন গুঞ্জন কান পাতলে ঠাণ্ডা হয় যে, মোদি ও ট্রাম্প পরস্পরের জন্য একদম ঠিকঠাক। দু’জনেই শক্তিশালী পৌরুষের প্রতিচ্ছবি বহন করতে ভালবাসেন। লোকপ্রিয় আঙ্গিককে রাজনীতিতে মিশিয়ে নিতে চান, লম্বাচওড়া বক্তব্য শুনিয়ে। প্রদর্শনকামী ভাবমূর্তিতে ভরসা রাখেন। তাঁদের রাজনীতির ধরনধারণে আরও মিল রয়েছে। কী করে চটকদার স্লোগান দিয়ে মিডিয়ার আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকতে হয়, দু’জনেই খুব ভাল বোঝেন। ট্রাম্প এবার ভোটে জিতে মেক আমেরিকা গ্রেট আগেন মাগা হেঁকে বসে আছেন। অনুদপভাবে মোদিকেও আমরা দেখেছিলাম অমৃতকাল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বাক্ষানে প্রোৎসাহী হতে। আবার, লিবারাল ভাবধারার প্রতি দু’জনেরই আস্থা নেই। দু’জনেই দক্ষিণপন্থী ও জাতীয়তাবাদী উগ্রতার পক্ষে। মোদি যদি আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু করেন



লুটিয়েন দিল্লি-র অভিজাতদের, তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিশানায় রয়েছে ক্যাপিটল হিলের এস্টাবলিশমেন্ট। কঠোরভাবে অভিবাসন নীতির বিরোধিতা করতে দেখি আমরা ট্রাম্পকে। এর সঙ্গে কেউ যদি সেসব মোদি-ভক্তের সাযুজ্য খুঁজে পায়, যারা ভারতীয় মুসলিমদের, এই দেশের পরিসরেই বহিরাগত বলে মনে করে, তাহলে বলার কিছু নেই। ট্রাম্প-অনুরাগীরা মেক্সিকো সীমান্তে সুরক্ষা-পাঁচিল তুলতে চায়, আর মোদি-অনুরাগীরা বানাতে চায় মসজিদ ভেঙে মন্দির। সর্বোপরি, দু’জনেই সারাক্ষণ সন্দেহজনক শত্রু-কে খুঁজতে অনুরাগীদের ব্যস্ত করে রেখেছেন। তবে কেবল মিলের দিকটা দেখলেই হবে না। যদি তাঁদের পরস্পরের অসংগতি ও অসামঞ্জস্য নিয়ে আলোচনা হয়, তবে তা কিন্তু সাযুজ্যের তালিকাটিকে ছাপিয়ে যাবে। এঁদের রাজনৈতিক যাত্রাপথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। নরেন্দ্র মোদি রাজনীতিতে রয়েছেন অন্তত অর্ধশতক। আরএসএস-এর প্রচারক ছিলেন। তারপর সন্তর্পণে ও সুকৌশলে ক্ষমতার সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন সংঘ পরিবারের বৃহত্তর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমত ও প্রধানত একজন অর্বুদপতি ব্যবসায়ী। রাজনীতিতে আসার পর তাঁর উচ্ছাসদৃশ উত্থান আমরা দেখেছি। বিজেপির অন্দরমহলের ধাপগুলি পেরতে-পেরতে মোদি এগিয়েছেন। অন্যদিকে, ট্রাম্প বহিরাগত হয়েই আঁকড়ে ধরেছিলেন রিপাবলিকানদের। মোদি নিজেকে হিন্দুত্বের আইকন ও সংকটমোচন বলে চেনাতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে, ডিল মেকার ইন চিফ এমন ভাবতেই বেশি স্বচ্ছন্দ ট্রাম্প। যা কিছু ডিল, সবই তিনি নিজের মতো করে ক্রয়াক করতে চান। লার্জার দ্যান লাইফ ব্যক্তিত্বের জাল বুনতে ও বিস্তার দু’জনেই ভালবাসেন। আত্মমোহ ও আত্মচেতনায় দু’জনেই সমান। তবে মোদি এখনও আপন দলীয়

রাজনীতির শৃঙ্খলার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছেন, অন্যদিকে ট্রাম্প রাজনৈতিক আবহটাকেই দুমড়েমুচড়ে পুরো তছনছ করে দিতে চান নিজের খেয়ালে চলার স্বার্থে। চারিপাশকে বাঁকিয়ে দেওয়ার এই সহজাত প্রবণতাই কি ট্রাম্পকে করে তুলেছে অনেক বেশি বিপজ্জনক ও অনিশ্চয়্যে ভরা? আমাদের মনে পড়বে, মোদি তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব-কালে বেশ কয়েক বার সচেতনভাবে রাজনৈতিক পরিসরকে বাঁকিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছিলেন এমন ধরনের পদক্ষেপ করেছেন যা চিরাচরিত রাজনৈতিক ধারণার বিপরীত পিঠে দাঁড়ায়। যেমন, কালো টাকা-র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তিনি ২০১৬ সালে বিমুদ্রাকরণ-এর ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েও মোদি একটা স্তরে গিয়ে রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের প্রশ্নে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে যান না। মানে, গভীর রাতে টুইট করে তিনি অন্তত বলেননি, পড়শি দেশে হামলা চালিয়ে তা দখল করতে হবে। এর বিপরীতে, ডোনাল্ড ট্রাম্প, নিয়ম করে চলতি রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বৃত্তটিকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। যেমন, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ট্রাম্প একগুচ্ছ রাজনৈতিক মন্তব্য করে বসলেন, নিবিড়ভাবে খেয়াল করতে বোঝা যাবে, তা বিপক্ষীয় রাজনৈতিক শিবিরকে বিভ্রান্ত করতে ও সম্মুখসমরে জড়িয়ে পড়তে প্ররোচনা জোগায়। কলম্বিয়ার অনুপ্রবেশকারীদের গারদে ভরা নিয়ে সে-দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাক্যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া হোক, বা মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মেক্সিকো উপসাগরের নামকরণ নিয়ে বিতর্ক হোক যে কোনও ইস্যুতে ট্রাম্প আসলে চান প্রতিপক্ষকে ঠেসে ধরতে, আর তার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিবস্থার পরিবেশকে আন্দোলিত করে তোলা খুব দরকার। রাজনৈতিক সংশোধনবাদের দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি এতটাই ব্যক্তিসত্তা-মনস্ক ও স্বাধীনচেতা। মোদি এরকম নন। একটা দৃষ্টান্ত

দেওয়া যাক। হাই-প্রোফাইল স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর লোগো হিসাবে তিনি মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত চশমা পছন্দ করেছিলেন, এবং তা বেশ লাগসই সিদ্ধান্ত, মানতেই হবে। অলৌহ মানবক্স সরদার প্যাটেলের উত্তরসূরি রূপে যখন নিজেকে তিনি নির্বাচিত করেন, তার মধ্যেও সুচিন্তিত রাজনীতির ছাপ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু ট্রাম্পের রাজনীতির ধরন দেখলে কারওরই মনে হবে না, এই মানুষটির সঙ্গে আমেরিকার পূর্বতন রাজনৈতিক ইতিহাসের আদৌ কোনও যোগ আছে। বরং মনে হবে যে, ইতিহাসকে তিনি আত্মপ্রতিকৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে ব্যস্ত। এরপর, যথারীতি যে-কথাটি এসে যায়, তা এই নিবন্ধের প্রথমে তোলা প্রশ্নটিকেই অনুসরণ করে আগামী পাঁচ বছর ট্রাম্প ও মোদি কি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে পারবেন?

কোনও যৌথ সম্পর্কেই অধস্তন ব্যক্তির ভূমিকা পালন করতে মোদি পছন্দ করেন না। অন্যদিকে, ট্রাম্প খ্যাতির আলো ভাগ করতে চান কারও সঙ্গে। কাজেই একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার প্রবণতাটি এখানে দু-তরফে দূরকমভাবে স্পষ্ট। ভারতীয় কূটনীতির দিক থেকে আমেরিকার মতো দেশের সঙ্গে একাসনে বসতে পারা একটা বলার মতো বিষয়। কিন্তু ট্রাম্প আবার অন্যদের হ্যাঁচা করতে, ভয় দেখাতে অভ্যস্ত। সেদিক থেকে দেখলে, ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটি বেশ অপ্রতিসম। আমেরিকা সুপার পাওয়ার, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব কাটানোর ক্ষমতা অপরিসীম। ভারত, ক্ষমতার রাজনীতিতে, তত বড় হয়তো নয়, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ট্রাম্পের কাছে ভারতের বিরাট বাজারের কদর রয়েছে। তবে সেই বাজারকে তিনি আমেরিকা ফার্স্ট নীতির চশমায় ধরতে চান। আর, মোদির কাছে আমেরিকা আশাবাদের প্রতিভূ যদি ট্রাম্পের সরকার ভারতকে বন্ধু ও সহযোগী-র মর্যাদা দেয়। ট্রাম্প ইতোমধ্যে একমুখ্যে চিন ও ভারতের নাম নিয়েছেন, তাদেরকে এক বন্ধনীভুক্ত করে ট্রিমেন্ডাস ট্যারিফ-মেকার ‘শুস্ক’ আদায়ে অতুৎসাহী অভিধা দিয়েছেন।

এতে খানিকটা শঙ্কা যে ঘনায়, তা মানতে হবে। ভুললে চলবে না, এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট কূটনীতির তেমন পরোয়া করেন না, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ধারণা তেমন ধারেন না। ট্রাম্পের বৈশ্বিক রাজনীতির দর্শনটি পুরনো বন্ধুত্বের উপরও নির্ভর করে না তেমন।

মাঘ পূর্ণিমার তিথিতে গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য নিয়ে বিস্তারিত.....

হিন্দু ধর্মে মাঘ মাসের
পূর্ণিমা তিথির বিশেষ
মাহাত্ম্য রয়েছে। ১২
ফেব্রুয়ারি মাঘ
পূর্ণিমার দিনে গঙ্গাস্নান
ও তার পর দান করলে
৩২ গুণ ফল লাভ করা
যায়। এ ছাড়াও এই
তিথিতে গঙ্গাজলে
বিষ্ণুর বাস হয়। তাই
মাঘ পূর্ণিমায় স্নান
দানের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।



১২ ফেব্রুয়ারি পালিত হবে মাঘ পূর্ণিমা। সনাতন
ধর্মে মাঘ মাসের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এই মাসটি
গঙ্গাকে সমর্পিত। তাই মাঘ মাসে প্রতিদিন গঙ্গা স্নান
করার বিধান রয়েছে। এই মাসে গঙ্গা স্নান করলে
ব্যক্তি অক্ষয় ফল লাভ করতে পারে। ধর্মীয় ধারণা
অনুযায়ী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গা স্নান করে
বিষ্ণুর ও শিবের পূজা করলে সাধকের জন্ম-
জন্মাতরের পাপ ক্ষয় হয়। পাশাপাশি ব্যক্তি
অশ্বমেধ যজ্ঞের সমতুল্য ফল লাভ করতে পারে।
এ বছর মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একাধিক শুভ
যোগ তৈরি হচ্ছে।

এই পূর্ণিমার তারিখ, শুভ যোগ, শুভক্ষণ
সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত জেনে নিন। বৈদিক
পঞ্জিকা অনুযায়ী ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট
থেকে মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথির সূচনা হচ্ছে এবং
৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টা ২২ মিনিটে এই তিথির
সমাপন হবে। তাই উদয়া তিথি অনুযায়ী ১২
ফেব্রুয়ারি মাঘ পূর্ণিমা পালিত হবে। এই তিথিতে

চন্দ্রোদয় হবে সন্ধ্যা ৫টা ৫৯ মিনিটে। এ বারের মাঘ
পূর্ণিমায় সৌভাগ্য ও শোভন যোগ নির্মিত হবে।
আবার অশ্বেষা ও মঘা নীত্রের সংযোগও থাকবে। এর
পাশাপাশি শিববাস যোগ থাকছে। এই যোগে গঙ্গা
স্নান করলে সাধক অক্ষয় লাভ করতে পারেন। ধর্মীয়
ধারণা অনুযায়ী এই মাসের মৎস্য অবতার ধারণ
করেছিলেন নারায়ণ। তাই এই পূর্ণিমা তিথিতে অত্যন্ত
বিশেষ মনে করা হয়। আবার এই তিথিতে লক্ষ্মী
পূজা করলে ধন, সুখ, সমৃদ্ধি লাভ করা যায়।

উল্লেখ্য মাঘ পূর্ণিমা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মতো
পবিত্র নদীতে স্নান করার বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। শাস্ত্র
অনুযায়ী মাঘ পূর্ণিমা তিথিতে বিষ্ণু গঙ্গাজলে বাস
করেন।

আবার সমস্ত দেবদেবী প্রয়াগরাজে স্নানের জন্য
আসেন। তাই এই মাসে গঙ্গা স্নান করলে ব্যক্তি সমস্ত
পাপ থেকে মুক্তি পায়। অন্য দিকে মাঘ পূর্ণিমা
তিথিতে দান-পূণ্য করলে তার ৩২ গুণ ফল পাওয়া
যায়, তাই মাঘ পূর্ণিমাকে বক্তিসী পূর্ণিমা বলা হয়ে
থাকে।

ধর্মকথা

দেবতা আরাধনার তাৎপর্য

দেবতার আরাধনার তাৎপর্য-
সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন —
দেবতার আরাধনা মানে
দেবতা যাতে তুষ্ট থাকেন, সুস্থ
থাকেন, তাঁর wishes
(ইচ্ছাগুলি) যাতে fulfilled
(পরিপূরিত) হয়, তাই করা।

পশুপতিদা (বসু) —
স্বর্গত আত্মার সেবা করা মানে
কি তাঁর ইচ্ছাগুলি পূর্ণ করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর — তিনি
যা' পছন্দ করতেন না, তা' না
করা এবং যা' পছন্দ করতেন,
তা' materialise
(রূপায়িত) করা।।

‘আলোচনা-

প্রসঙ্গে’ ১১শ খণ্ড

বাং ১৩৫৪, ইং

১২/০৪/১৯৪৮

ধর্মকথা

যারা
নিজের মনগড়া
কিংবা মানুষের শোনা-কথাকে
বাস্তব ধারণায়
ধার্য্য করে নিয়ে
নিন্দা-কুৎসায়
ওজোদীপ্ত তর্জনে
বা ফুসফাস করে
অন্যকে
ঐ ধারণায় অভিভূত করতে চায়,
আর, এমনতর একটা
ভঙ্গী দেখায়—
যেন সে তাঁর
মঙ্গল-উৎসর্জনাই করছে,
ঠিক বুঝে নিও —
সে যা' বলছে
তা' সত্য হোক বা না হোক,
সে কদর্য্য অন্তঃকরণের মানুষ,
সে করতেও পারে যা' তা',
বা ক'রেও থাকে যা' তা',—
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ
কিন্তু নিতান্তই কম;
অমনতর দেখলে
সাবধান তো হবেই,
অন্যকেও তাঁর শিকার হ'তে
না-দিতেই চেষ্টা ক'রো;
নিঃস্বার্থ কুৎসিত অবদান
মানুষকে কিন্তু
কুৎসিত-ই করে থাকে।
(২৯২)

আচার-চর্যা(২য়)

—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

এই সাপ্তাহের রাশিফল.....

মেঘ রাশি

ব্যক্তিদের প্রেম জীবনে শুভ সময় শুরু হবে। আপনার প্রিয়জন
আপনাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারে। তিনি আপনার
অনুভূতিকে সম্মান করবেন। আপনি যদি বিবাহিত হন তবে আপনার
বিবাহিত জীবনও সুখী হবে। আপনার জীবনসঙ্গী হয়ে উঠবে
আপনার শক্তি। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন আপনি।

বৃষ রাশি

ব্যক্তিদের বিবাহিত জীবনে সুখ লেগে থাকবে। আপনার স্ত্রীর
স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেবেন। এছাড়াও আপনার সন্তানের যত্ন
নিন। আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন তাহলে আপনার প্রেম
জীবনে কিছু সমস্যা বাড়বে। আর্থিক দিকে লাভ হবে আপনার। বাবা
মায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় থাকবে।

মিথুন রাশি

ব্যক্তিদের সাফল্যের সময় শুরু হবে। সোনা ব্যবসায়ীদের আর্থিক
দিকে লাভ হবে। নতুন সম্পত্তির মালিক হবেন আপনি। আটকে
থাকা সব কাজ হয়ে যাবে। কারোর সঙ্গে তর্ক করবেন না। মাথা ঠাণ্ডা
রেখে চলবেন না।

কর্কট রাশি

ব্যক্তিদের বিবাহিত জীবনের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো যাবে।
আপনার স্ত্রী ভালো মেজাজেই থাকবেন। আপনি আপনার বন্ধুদের
সঙ্গে মজা করে কিছু সময় কাটাবেন। আপনি মনের মানুষদের সঙ্গে
ভালো থাকবেন। আপনার বাবার সম্পর্কে কেউ খারাপ কিছু বলতে

পারে।

সিংহ রাশি

ব্যক্তিদের সাফল্যের সময় শুরু হয়েছে। এই সময় আপনি যা
চাইবেন তাই করতে পারবেন। আপনি সামাজিক যোগাযোগ
মাধ্যমের সাহায্য ব্যবসায় অনেক সুবিধা পাবেন। দাম্পত্য জীবনে
উত্তেজনার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে। চাকরিজীবীদের আয়
বাড়ানোর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

কন্যা রাশি

ব্যক্তিদের বিবাহিত জীবনের দিক থেকে মোটামুটি যাবে।
আপনার স্ত্রী আপনার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে আপনার
কাছে অভিযোগ করতে পারে। সম্পর্কের তৃতীয় ব্যক্তির কারণে
সমস্যা বাড়তে পারে। আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন। কারণ
আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ। আপনি কিছু ভালো খবর শুনতে
অব্যাহত থাকবে। ব্যবসায় আপনার পরিকল্পনাগুলি ঠিক থাকবে।

তুলা রাশি

ব্যক্তিদের আর্থিক দিকে লাভ হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি খুব
একটা ভালো ফল পাবেন না। প্রেমে বিরোধ দেখা দেবে। কোনও
সহকর্মীর কাছে কোনও সাহায্য চাইলে সহজেই পেয়ে যাবেন।
নতুন বাড়ি, বাড়ি, দোকান ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনও সমস্যা
থাকলে তাও আজ সমাধান হয়ে যাবে।

বৃশ্চিক রাশি

ব্যক্তিদের প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময়টি ভালো যাবে। আপনি
আপনার প্রিয়জনের উপর রাগ করতে পারেন। আপনি যদি
বিবাহিত হন, তবে এই সময়ে আপনি আপনার বিবাহিত জীবন
উপভোগ করতে চলেছেন। আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে বলে

আপনার আনন্দের সীমা থাকবে না। আপনি সরকারী প্রকল্প
থেকে ভাল সুবিধা পেতে পারেন।

ধনু রাশি

ব্যক্তিদের প্রেম জীবনে ভালো সম্পর্ক বজায় থাকবে। আপনি
আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে চান, করতে পারেন। আপনি
যদি ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করতে চান, করতে পারেন। চাকরিতে
কর্মরত ব্যক্তিদের পদোন্নতির জন্য তাদের বসের সঙ্গে কথা বলতে
হবে।

মকর রাশি

মকর রাশির বিবাহিতরা সুখী দাম্পত্য জীবন কাটবেন। ঝুঁকিপূর্ণ
কোনও কাজ করা উচিত নয়। দীর্ঘদিন ধরে কোনো কাজ নিয়ে
চিন্তিত থাকলে সেটিও শেষ হতে পারে। আপনি আপনার
গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন, যাতে তা
তড়াতাড়ি করা যেতে পারে সেদিকে নজর রাখুন।

কুম্ভ রাশি

ব্যক্তিদের প্রেম জীবনের দিক থেকে সময়টি খারাপ। বিবাহিতদের
জন্য এই সময়টি ভালো যাবে। আপনার পুরনো কোনও লেনদেন
দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থাকলে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে।
কোনও বিষয় নিয়ে আপনার মায়ের সঙ্গে আপনার অহেতুক
ঝগড়া হতে পারে।

মীন রাশি

ব্যক্তির যারা প্রেমময় জীবন যাপন করছেন তাদের কিছু সমস্যার
সম্মুখীন হতে হতে পারে। কেউ আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা
সৃষ্টি করতে পারে। তাই আগেই সাবধান হোন। লটারি প্রাপ্তির
সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় লাভ করতে পারবেন।

মণিপুর হিংসায় মুখ্যমন্ত্রী বিব্রেনের ইন্ধন ! ফরেন্সিক রিপোর্ট তলব শীর্ষ আদালতের

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : মুখ্যমন্ত্রী বিব্রেন সিংয়ের ইন্ধনেই কি মণিপুরে ভয়াবহ আকার নিয়েছিল জাতিহিংসা! এক অডিও টেপকে কেন্দ্র করে এই জল্পনা চরম আকার নিতেই এবার পদক্ষেপ শীর্ষ আদালতের। সন্দেহজনক ওই অডিও টেপের ফরেন্সিক রিপোর্ট তলব করল শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এই হিংসায় এখনও পর্যন্ত ২০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি ঘরছাড়া হয়েছেন হাজারের বেশি মানুষ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে ছিল

মণিপুর হিংসা মামলার শুনানি। মামলার শুরুতেই বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার বলেন, সুপ্রিম কোর্টে আসার পরেই আমি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে একটি নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলাম। আপনারা চাইলে আম মামলা থেকে সরে দাঁড়াতে পারি। যদিও তাতে কোনও আপত্তি করা হয়নি। এরপরই শুনানিতে উঠে আসে ওই সন্দেহজনক অডিও টেপের প্রসঙ্গ। কুর্কি সম্প্রদায়ের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আদালতকে বলেন, বন্ধ কামরায় এক বৈঠকে রেকর্ড করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কথোপকথন।



যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, মেতেই সম্প্রদায়ের কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। এবং রাজ্যের অস্ত্রাগার থেকে যারা অস্ত্র লুণ্ঠ করেছিল তাঁদের আশ্রয় দিতে হবে

প্রশাসনকে। আদালতকে তিনি আরও বলেন, ওই অডিও ক্লিপে ফরেন্সিক টেস্ট করেছিল দিল্লিতে অবস্থিত দেশের একমাত্র স্বতন্ত্র ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাব, ‘ট্রুথ ল্যাবস’। তাঁদের

তথ্য অনুযায়ী ওই অডিও ক্লিপে যার গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিব্রেন সিংয়ের গলার আওয়াজ ৯৩ শতাংশ মিলে যায়। অডিও টেপ নিয়ে কুর্কি সম্প্রদায়ের দাবি মেনে এরপর সুপ্রিম কোর্ট সরকারি ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (সিএফএসএল)কে নির্দেশ দেয়, টেপটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে সেই রিপোর্ট আদালতকে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি কুর্কি সম্প্রদায়কে নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁদের দাবি সপক্ষে তথ্য প্রমাণ পেশ করার জন্য। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৪ মার্চ।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে জাতি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল মণিপুর। বেলাগাম খুন, ধর্ষণের পাশাপাশি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বহু ঘরবাড়ি। মাঝে কিছুটা বিরতির পর সেপ্টেম্বর মাসে নতুন করে হিংসা মাথাচাড়া দেয় মণিপুরে। ইন্টারনেট বন্ধ করার পাশাপাশি জারি করা হয় কার্ফু। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ভয়াবহ হিংসার পর সম্প্রতি এই ঘটনার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চান বিব্রেন সিং। সব পক্ষকে অনুরোধ করেন, অতীতের ঘটনা ভুলে গিয়ে সকলে যেন মিলেমিশে শান্তির পথে হাঁটেন।

মমতা জমানার থেকে বাংলায় তিনগুণ বরাদ্দ, রেলমন্ত্রীর দাবি উড়িয়ে তৃণমূল বলল, ‘কথায় কেল্লাফতে’

সংবাদ সংস্থা, নয়া দিল্লি : বাজেটে বৈষম্যের অভিযোগের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নে এবার বিপুল বরাদ্দ করা হয়েছে বলে দাবি করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার সঙ্গে তুলনা করে মন্ত্রীর দাবি, মমতার জমানার চেয়ে এবার তিনগুণ বেশি বরাদ্দ হয়েছে বাংলার রেলে। যদিও পালটা তৃণমূলের দাবি, বাংলা বিরোধী বিজেপি সরকার খাতায় কলমে ফান্ড দেখালেও বাস্তবে সেই টাকা এসে পৌঁছয়নি। কোনও উন্নয়ন না করেই কেল্লাফতে করার চেষ্টা চলছে। গত শনিবার সংসদে বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সেই বাজেটে বিহারের জন্য মোদি সরকার দুহাত উজাড় করে দিলেও বাংলার জন্য সেভাবে কোনও বরাদ্দ করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। এহেন ডামাডলের মাঝেই

সোমবার বাংলার জন্য রেলবাজেটের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেন রেলমন্ত্রী। যেখানে তাঁর দাবি, ২০০৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিল সেই সময় থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলার জন্য রেলে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪,৩৮০ কোটি টাকা। সেটাই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩ গুণ। একইসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন, ‘দয়া করে রাজনীতি করবেন না। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে আসুন একসঙ্গে কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী এত কিছু বরাদ্দ করছেন, আপনি জমি অধিগ্রহণ করে এবং আইন শৃঙ্খলায় নজর দিয়ে আসুন বাংলার রেল পরিকাঠামোর উন্নতি করি।’ তবে রেলমন্ত্রী এহেন দাবির পালটা বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক

কুণাল ঘোষ বলেন, “রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প শুরু করেছিলেন। রেল যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তিনি ট্রেনে ‘অ্যান্টি কলিসন ডিভাইস’ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। গোটা দেশে রেল সংযোগ আরও জোরদার করে তুলতে বহু নতুন ট্রেনের সূচনা করেন। রেলমন্ত্রী এত বড় বড় কথা বলছেন আদতে কী করেছেন? পরপর রেল দুর্ঘটনায় কবচ সিস্টেমের কাজ কতদূর এগিয়েছে। খাতায় কলমে ফান্ড অ্যালোট করা হলেও আসলে তা এসেই পৌঁছয়নি। মেট্রো হোক কিংবা দূরপাল্লার ট্রেন বা স্টেশনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ না করেই কথায় কেল্লাফতে করছে এই বিজেপি সরকার।” উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে দফায় দফায় দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে এসেছে ভারতীয় রেলে। মৃত্যু হয়েছে শয়ে শয়ে মানুষের। অথচ দুর্ঘটনা রুখতে ২০০৯ সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন

‘কবচ’-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এনেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় ৩৩৩৭ কিলোমিটার রেলপথকে কবচের আওতায় আনা হলেও, এর মধ্যে কাজ শুরু হয়েছে মাত্র ৮৩১ কিলোমিটার পথে। রিপোর্টে মন্ত্রী দাবি করেছেন, ২০১৪ সালের পর থেকে বাংলায় ১২৯৩ কিমি নতুন রেলপথ গড়া হয়েছে। ১,৬৪৭ কিমি রেলপথে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলায় ৯৮.৬ শতাংশ রেলপথে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। ১৯৭২-২০১৪ সাল পর্যন্ত যেখানে মাত্র ২৮ কিলোমিটার মেট্রোপথ ছিল, ২০১৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত নতুন ৩১ কিলোমিটার পথ যুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া ১০১টি অমৃত স্টেশনের জন্য ৩৮৪৭.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গত ১১ বছরে ৪৫০টি ব্লক ইন্টারলকিং ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও নানান কাজের খতিয়ান তুলে ধরেছেন রেলমন্ত্রী।

যমুনার জল পান করুন,
তারপর হাসপাতালে
দেখা হবে, দূষণ নিয়ে
কেজরিকে চ্যালেঞ্জ
রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : যমুনার জল পান করুন, তারপর হাসপাতালে দেখা হবে। দিল্লির দূষণ নিয়ে এভাবেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী। যমুনার দূষিত জল বোতলে ভরে আপ সুপ্রিমোকে চ্যালেঞ্জ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। উল্লেখ্য, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে যমুনা নদীর দূষণ নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরঙ্গ। কেজরিওয়াল দাবি করেছেন দিল্লিকে বদনাম করতে যমুনার জলে বিষ মেশাচ্ছে হরিয়ানা। তার জেরে হরিয়ানা হাই কোর্টের নোটিসও পেতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এই ইস্যুতে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সঙ্গী আপের পাশে দাঁড়ায়নি কংগ্রেস। দিনকয়েক আগে রাহুল বলেছিলেন, “পাঁচ বছর আগে কেজরিওয়াল বলেছিলেন তিনি যমুনা স্নান করে যমুনার জল পান করবেন। পাঁচ বছর তো হল। এখনও কেজরিওয়াল যমুনার জলে স্নান করেননি। সাধারণ মানুষকে দূষিত জল খেতে হচ্ছে। আর কেজরিওয়ালজি শিশুমহলে থাকেন। কোটি কোটি টাকার বাড়িতে বাস করেন।” উল্লেখ্য, আপকে আক্রমণ করতে এই ধরনের মন্তব্য শোনা যায় বিজেপি নেতাদের মুখে। নির্বাচনের আগে জনসভা করতে গিয়ে যমুনা দূষণ ইস্যুতে আরও একবার কেজরিকে তোপ দাগলেন রাহুল। বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে বোতলে করে দূষিত জল নিয়ে মঞ্চে উঠেছিলেন। ভাষণ দিতে গিয়ে সাফ বললেন, “অরবিন্দ কেজরিওয়াল কথা দিয়েছিলেন, নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়বেন, দুর্নীতি ঘোচাবেন।

সংসদে ‘আত্মঘাতী গোল’ রাহুলের ! বেকারত্ব ইস্যুতে তুলে ধরলেন মনমোহন জমানার ব্যর্থতা

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : বেকারত্ব ইস্যুতে মোদি সরকারকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল রাহুল গান্ধীর! বেকারত্ব ইস্যুতে এনডিএ জমানাকে নিশানা করতে গিয়ে তাঁর মুখে চলে এল ইউপিএ জমানার বেকারত্ব। শুধু বেকারত্ব নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের ঢালাও প্রশংসা করলেন রাহুল। সব মিলিয়ে সংসদে রাহুলের ভূমিকায় বিভ্রান্ত বিরোধী সাংসদরা। রাহুলের এহেন মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে

তৃণমূল। বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের জবাবি ভাষণে সোমবার বক্তব্য রাখতে ওঠেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সেখানেই তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি গত বছর যা বলেছিলেন এবছরও সেটাই বলেছেন। একই কথা বারবার বলা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রীর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের কথা তুলে রাহুল জানান, “প্রধানমন্ত্রীর এই প্রকল্প অত্যন্ত ভালো প্রকল্প। কিন্তু পরিণতি আপনাদের সামনেই রয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে দোষ দেব না, উনি



চেষ্টা করেছেন। তবে ব্যর্থ হয়েছেন। ২০১৪ সালে ম্যানুফেকচারিং সেক্টর ছিল ১৫.৩ শতাংশ। আজ তা কমে হয়েছে ১২.৬ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভালো। তবে তা

ব্যর্থ।” এর পাশাপাশি দেশে বাড়তে থাকা বেকারত্ব ইস্যুতেও মুখ খোলেন রাহুল গান্ধী। তবে এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে আক্রমণ করে বসেন

নিজের সরকারকেই। রাহুল বলেন, “দেশে বেকারত্বের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। তবে ১০ বছরের শাসনকালে ইউপিএ সরকার বেকারত্ব দূর করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এমনকী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারও এই পরিস্থিতি সামাল দিতে খুব একটা সফল হয়নি।” উল্লেখ্য, ১০ বছরের ইউপিএ জমানা বলতে রাহুল গান্ধী মনমোহন সিংয়ের জমানার কথা তুলে ধরেছেন।

‘পাকিস্তানিদের আমি ভালোবাসি’, প্রতিবেশী দেশের বউমা হচ্ছেন রাখি !



তৃতীয়বার বিয়ে করতে চলেছেন বলিউডের বিতর্কিত অভিনেত্রী রাখি সাওয়াস্ত। তিনি নাকি পাকিস্তানের বউমা হচ্ছেন। খোদ রাখিই এমন দাবি করেছেন।

ঠিক কী বলেছেন রাখি? এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেছেন, আমাকে অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। আমি যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম, ওদেরও নজরে পড়েছিল কীভাবে আগের বিয়েগুলোর জন্য আমাকে হেনস্তা করা হয়। আমি অবশ্যই প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নেবই। আমি পাকিস্তানিদের ভালোবাসি। এবং আমার এখানে ফ্যানও প্রচুর। কিন্তু কাকে বিয়ে করছেন রাখি? অভিনেত্রীর মন নাকি জিতে নিয়েছেন পাক পুলিশ

অফিসার ডোডি খান। আর তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি। বলছেন, বিয়ে হবে পাকিস্তানেই। ইসলামিক প্রথা মেনে। তবে রিসেপশন হবে ভারতে। আর আমরা হানিমুনে সুইজারল্যান্ড অথবা নেদারল্যান্ডসে যেতে পারি। বিয়ের পর দুবাইয়েই তাঁরা থিতু হবেন বলে জানাচ্ছেন রাখি। রাখি যদি বিয়ে করেন, তাহলে এটা হবে তাঁর তৃতীয় বিয়ে। এর আগে আদিল খান দুরানি ও রীতেশ রাজ সিংকে বিয়ে করেছিলেন। আদিলের সঙ্গে সংসার শুরু করার জন্য মুসলিম ধর্মও গ্রহণ করেন রাখি। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই আদিল ও রাখির সংসারে অশান্তি শুরু হয়। রাখির অভিযোগ, ভায়গ্রা জাতীয়

ওষুধ খায় আদিল। যার প্রভাব চার ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। পুলিশও সেই ওষুধ পেয়েছে। ওষুধ খাওয়ার পর আদিলের অত্যাচার শুরু



হত। পায়ুকাম পর্যন্ত করেছেন বলে অভিযোগ তাঁর। রাখির অভিযোগ, মধুচন্দ্রিমাতেও আদিলের বিকৃত কামের শিকার হয়েছেন তিনি। বাথরুমেও নাকি ছাড় পেতেন না তিনি। রাখি

জানান, তাঁর একাধিক নথ্য ভিডিও আদিলের কাছে রয়েছে। এদিকে আদিলের আগে ‘বিগ বস ১৫’ চলাকালীন রীতেশকেও বিয়ে করেছিলেন রাখি। কিন্তু সেই বিয়েও টেকেনি।

১৯ ঘণ্টার সড়কপথে প্রয়াগরাজে পৌঁছলেন শ্রীমা, তবুও কেন ত্রিবেণী সঙ্গমে যেতে পারলেন না?



মন্দিরে পূজো দিয়েছেন শ্রীমা। এরপর প্রয়াগরাজ থেকে বারাণসী যাবেন তিনি। সেখানে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন করে তবেই কলকাতায় ফিরবেন বলে জানালেন অভিনেত্রী।

মহাকুন্ডে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে শ্রীমা বলেন, পুণ্যার্থীদের

মহাকুন্ডে যোগ দিয়ে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমস্থলে আস্থার ডুব দেবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীমা ভট্টাচার্য। যার জন্য মঙ্গলবারই বাবা এবং বন্ধুকে নিয়ে প্রয়াগরাজে পৌঁছে যান টেলিপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তবে এদিন মাঝরাতে মহাকুন্ডে যে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে, তার জন্যে আর ত্রিবেণী সঙ্গম অবধি পৌঁছতে পারেননি তাঁরা। সোশাল মিডিয়ায় প্রয়াগরাজ থেকে একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন শ্রীমা। মৌনীর অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে ত্রিবেণী সঙ্গমে সকলে মিলে আস্থার ডুব দেবেন বলে ভেবেছিলেন। তবে এদিন মাঝরাতে ভিড়ের ঠেলায় যে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে, তার জন্যে আর সেই ইচ্ছেপূরণ হয়নি তাঁর। তবে ভোর চারটের সময়ে সঙ্গমস্থলের বিপরীতে আড়িল ঘাটে পুণ্যস্নান করেন শ্রীমা। অভিনেত্রী সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন, পদপিষ্টের ঘটনার জেরে নিরাপত্তার জন্য আগামী দুদিন সেখানকার ফেরিঘাট বন্ধ। তাই সেই পর্যন্ত যেতে পারেননি অভিনেত্রীরা। পুণ্যস্নান সেরে সোমেশ্বর



এতটাই ভিড় সেখানে যে কোনও হোটেল বা ক্যাম্পও জায়গা নেই।’ শেষমেশ এক পরিচিতের সুবাদে রাতটা কাটানোর জায়গা পান তাঁর। সড়কপথে ১৯ ঘণ্টার জার্নি করে বাবা এবং বন্ধুর সঙ্গে প্রয়াগরাজে পৌঁছন শ্রীমা ভট্টাচার্য। আর সেই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে ব্রহ্মাণ্ডকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন মনেপ্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাসী অভিনেত্রী।

‘রূপোলি দুনিয়ায় শ্যামলা সুন্দরীরা কোথায়!’ কুন্তের ‘ভাইরাল গার্ল’ মোনালিসার সৌন্দর্য নিয়ে কী বললেন কঙ্গনা?



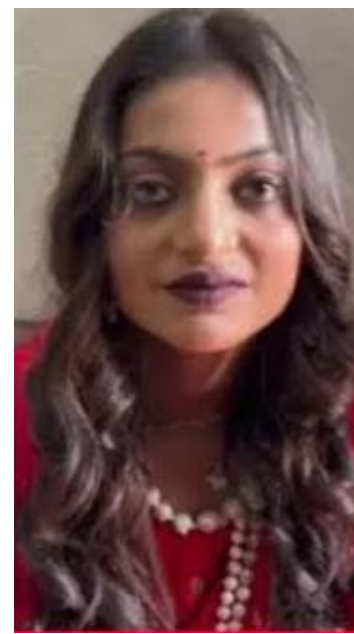
শ্যামলা গায়ের রং, বাদামি চোখের মণি, উজ্জ্বল হাসি। মহাকুন্ডের মালা বিক্রেতা মোনালিসার রূপে মুগ্ধ নেটপাড়ার বাসিন্দারা। এ-ও শোনা যাচ্ছে, বলিউড থেকে নাকি প্রস্তাব এসেছে ষোড়শী সুন্দরীর কাছে। এ বার কঙ্গনা রনৌতও করলেন মোনালিসার সৌন্দর্যের তারিফ।

বিউটির নামও টেনে আনেন কঙ্গনা।

মোনালিসার একটি ছবি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নেন কঙ্গনা। তার সঙ্গে অভিনেত্রী লেখেন, নিজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নেটপাড়ার আকর্ষণ হয়ে উঠেছে মোনালিসা। ওর ছবি তোলার জন্য মানুষ যে ভাবে ওকে হেনস্থা করছে, তা মোটেই সমর্থন করছি না। কিন্তু একটা প্রশ্ন করতেই হবে, রূপোলি দুনিয়ায় কি আর ভারতীয় শ্যামলা সুন্দরীদের



প্রতিনিধিত্ব কেউ করে? এক সময়ে অনু অগ্রবাল, কাজল, বিপাশা বসু ও রানি মুখোপাধ্যায় এমনকি দীপিকা পাডুকোনকে মানুষ যেমন ভালবাসা দিয়েছে, তেমন কি এই প্রজন্মে হচ্ছে?” একটা সময়ে গায়ের রং শ্যামলা হলেও, কয়েক জন অভিনেত্রী প্রসাধনীর মাধ্যমে আজ ফর্সা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের মুখের



পাশাপাশি বলিউডে শ্যামলা সুন্দরীদের অভাবের কথাও বললেন অভিনেত্রী। এই প্রসঙ্গে দীপিকা পাডুকোন, বিপাশা বসু, কাজলের মতো ‘ডাক্তি

মধ্যে আগের উজ্জ্বল্য নেই। মনে করেন অভিনেত্রী। তাই কঙ্গনার প্রশ্ন, মোনালিসাকে যে ভাবে গ্রহণ করা হল, কেন নতুন প্রজন্মের শ্যামলা অভিনেত্রীদের গ্রহণ করছেন না দর্শক? উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই শোনা গিয়েছে, মোনালিসা নাকি দক্ষিণী বিনোদন দুনিয়া থেকে ডাক পেয়েছেন।

যদিও সবটাই মৌখিক। কিন্তু মোনালিসার নাকি শুটিং সেটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই ছবিতে অভিনেত্রী ছিলেন সারা আলি খান। পর্দার সামনে সারা, নেপথ্যে মোনালিসা! কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যের কাছে নাকি ফিকে হয়ে যাচ্ছিলেন সারা। শেষমেশ নায়িকার জন্য মোনালিসার রূপটান মুছিয়ে দেন পরিচালক।

নজরে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন! কেন্দ্রীয় বাজেটে ‘খেলো ইন্ডিয়া’র বাড়ল বরাদ্দ

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা): কেন্দ্রীয় বাজেটে ‘খেলো ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ বৃদ্ধি করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। মূলত তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা তুলে আনা ও তাদের বিকাশ এই প্রকল্পের আওতায় চলে। অন্যদিকে ২০৩৬-র অলিম্পিক আয়োজনের কথা বারবার বলেছে মোদি সরকার। সেখানে ‘খেলো ইন্ডিয়া’র বরাদ্দ বৃদ্ধি সেই দিকে তাকিয়েই বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ‘খেলো ইন্ডিয়া’র জন্য মোট ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা গত অর্থবর্ষের থেকে ২০০ কোটি টাকা বেশি।

সব মিলিয়ে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রকের জন ৩৭৯৪.৩০ কোটি টাকার বাজেট ধার্য করা হয়েছে। যা গত অর্থবর্ষের থেকে ৩৫১.৯৮ কোটি টাকা বেশি। যদিও চলতি বছরে অলিম্পিক, কমনওয়েলথ বা এশিয়ান গেমসের মতো কোনও বড় প্রতিযোগিতা নেই। আর তাতে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এই বরাদ্দ বৃদ্ধি ২০৩৬-র অলিম্পিকের দিকে তাকিয়ে। দিন কয়েক আগে জাতীয় গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও



ফের অলিম্পিক আয়োজন নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার মধ্যে নীরজ চোপড়া বা মনু ভাকেরের মতো অ্যাথলিট তুলে আনার জন্য প্রতি বছর ধীরে ধীরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অবশ্য বিরোধী মতও আছে। গত অর্থ বর্ষে ক্রীড়া বাজেটে মাত্র ৪৫.৩৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সেখানে এবার বাজেটে বরাদ্দ আরও হয়তো বৃদ্ধি করা

হবে, এমনটা মনে করা হয়েছিল। আবার জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের জন্য ৩৪০ কোটি টাকা থেকে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা।

তাছাড়া গত দশ বছরের বাজেটে প্রতিবারই বরাদ্দ অর্থ বাড়ানো হয়েছে। ফলে এবারের ঘোষণার মধ্যে নতুন কিছু নেই বলে মনে করছেন অনেকে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিন সপ্তাহ আগে ভাঙল ঘুম! সবার শেষে দল ঘোষণা পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ (সংবাদ সংস্থা): থাকে। তবে এটাও ঠিক যে ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে আর তিন সপ্তাহ বাকি। সব দেশই ইতিমধ্যে দল ঘোষণা করে দিয়েছে। অবশেষে দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ রিজওয়ানই। চোটের জন্য বাদ পড়েছেন ওপেনার সাইম আয়ুব। দলে ফিরলেন ‘বিতর্কিত নায়ক’ ফখর জামান। এর বাইরে বড়সড় চমক নেই পাকিস্তান দলে। এর আগে প্রাথমিক দলে রাখা হয়নি চোট পাওয়া সাইম আয়ুবকে। অনুমান করা হয়েছিল, ফিট হলে ১৫ জনের দলে ঢুকে পড়তে পারেন তিনি। সেটা অবশ্য হল না। এই নিয়ে পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটির আসাদ শাফিক বলেন, “আমরা বুঝতে পারছি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো টুর্নামেন্টে খেলার জন্য ও কতটা আগ্রহী ছিল। এরকম সুযোগ হাতছাড়া হলে খারাপ লাগবেই। বিশেষ করে কেউ যদি ভালো ফর্মে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে ও আমাদের দলের সম্পদ। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা কোনও তাড়াছড়ো করতে রাজি নই।” অন্যদিকে ফখর জামান ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে নায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অধিনায়কত্ব বিতর্কে বাবর আজমের পাশে দাঁড়ানোয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন ফখর। অবশেষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফিরলেন সেই ‘বিতর্কিত নায়ক’। যাকে নিয়ে পাক বোর্ডের বক্তব্য, “ফখরের সঙ্গে বাবর বা সুউদ শাকিল ওপেন করতে পারে। সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।” পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ করাচিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তারপরই ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ।

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম ম্যাডিসনের, তৃতীয় অস্ট্রেলীয় ওপেন জয়ের স্বপ্নভঙ্গ সাবালেঙ্কার



করে ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৯৯-র মধ্যে মার্টিনা হিঙ্গিসের রেকর্ড ছোঁয়ার। কিন্তু সেটা হল না ম্যাডিসনের দুরন্ত লড়াইয়ে। সেই সঙ্গে অবশ্য দায়ী সাবালেঙ্কার একগুচ্ছ আনফোর্সড এররও। তবে ২৯ বছর বয়সি ম্যাডিসনকে রড লেভার এরিনায় সাবালেঙ্কার থেকে আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে।

দ্বিতীয় সেটে পিছিয়ে পড়েও তাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বের করে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। সেমিফাইনালে ম্যাডিসন হারিয়েছিলেন টেনিস র‍্যাঙ্কিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইগা সোয়াইটেককে। আর ফাইনালে হারালেন সাবালেঙ্কারকে। অর্থাৎ, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিয়ে প্রথম দুই

শীর্ষস্থান অধিকারীকে হারালেন তিনি। এই রেকর্ড আগেও ছিল এক আমেরিকান টেনিস তারকার। ২০০৫ সালে সেরেনা উইলিয়ামস অস্ট্রেলীয় ওপেনে ঠিক এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। প্রথম সেটে একাধিকবার ভুল করেন সাবালেঙ্কা। সেই সুযোগ নিতে ভুল করেননি ম্যাডিসন। প্রথম ২০ মিনিটেই ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য কামব্যাক করেন সাবালেঙ্কা। জেতেন ৬-২ ব্যবধানে। কিন্তু তৃতীয় সেটে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন ম্যাডিসন। ১১টি উইনার মারেন তিনি। শেষ সেটে ৫-৫ পয়েন্ট হয়ে যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাডিসনের দাপটের কাছে হার মানেন সাবালেঙ্কা।

বার্লিন (সংবাদ সংস্থা): রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল দেখল অস্ট্রেলীয় ওপেন। শেষ পর্যন্ত সাফল্য অপেক্ষা করেছিল আমেরিকার ম্যাডিসন কিজের জন্য। টানা তৃতীয়বার অস্ট্রেলীয় ওপেন জেতা হল না আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। গত বছর অসাধারণ ফর্মের ধারা বজায় রাখতে পারলেন না তিনি। সেখানে বছরের প্রথম টুর্নামেন্টেই সাফল্য ছিনিয়ে নিলেন ম্যাডিসন। ফাইনালে তিনি জিতলেন ৬-৩, ২-৬, ৫-৭ ব্যবধানে। অস্ট্রেলীয় ওপেনে ফেভারিট হয়ে নেমেছিলেন বেলারুশের সাবালেঙ্কা। গত দুবারও তিনি এই টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন। এবার সুযোগ ছিল হ্যাটট্রিক

বিচ্ছেদের বছর পার! শোয়েবের নাম মুছে নতুন অধ্যায় শুরু সানিয়ার

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা): বিবাহবিচ্ছেদের পরে কেটে গিয়েছে প্রায় একবছর। সম্পর্ক ভাঙার এতদিন পর অবশেষে জীবন থেকে শোয়েব মালিকের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেললেন সানিয়া মির্জা। ছেলে ইজহানকে নিয়ে নতুন বছরে শুরু করলেন জীবনের নতুন অধ্যায়।

২০১০ সালে পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিয়ে হয় সানিয়ার। তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও আছে। কিন্তু গত বছরেই আনুষ্ঠানিকভাবে পথ আলাদা হয়ে যায় দুজনের। তার মধ্যেই পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদের সঙ্গে নতুন করে গাটছড়া বাঁধেন শোয়েব। অন্যদিকে, পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নিয়েছেন ছটি গ্র্যান্ড স্লামের মালিকিন। খেলা ছাড়ার পরে হজযাত্রাও করেছেন ভারতীয় টেনিসের গ্ল্যামার গার্ল। বিয়ের পর শোয়েবের সঙ্গে দুবাইয়ে সংসার পেতেছিলেন সানিয়া। বিচ্ছেদের পরেও বছরের অনেকটা সময়ে মরুশহরেই কাটান তিনি। সেখানে তাঁর নিজের টেনিস অ্যাকাডেমি রয়েছে।

দুবাই স্পোর্টসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসেবেও যুক্ত রয়েছেন সানিয়া। তাঁর ছেলে ইজহানও থাকে দুবাইতে। মাঝে মাঝে হায়দরাবাদেও অবশ্য থাকতে দেখা যায় টেনিস সুন্দরীকে। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও সানিয়ার দুবাইয়ের বাসস্থানে এতদিন পর্যন্ত লেখা ছিল শোয়েবের নাম। এবার সেই নাম সরিয়ে দিলেন সানিয়া। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট

করলেন তাঁর বাড়ির নতুন নেমপ্লেটের ছবি।

শোয়েব পর্ব মুছে ফেলে সেই

নেমপ্লেটে এখন

জ্বলজ্বল করছে

সানিয়ার নাম।

তবে

এক



সানিয়া নন, নেমপ্লেটে রয়েছে তাঁর পুত্র ইজহানের নামও।

উল্লেখ্য, শোয়েব নতুন করে গাটছড়া বাঁধলেও সানিয়া দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেননি। আপাতত ছেলে ইজহানের সঙ্গেই দিবা নিজের জীবন উপভোগ করছেন তিনি।